দৈনিক বাংলা

6

তারিখ 16 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ দরকার ঃ শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে হলে কারিগরি শিক্ষাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। তিনি দেশে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এ কথা বলেন।

তিনি গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত "জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এসোসিয়েটেড রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ডঃ খুরশীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবদুর রফিক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক সাইফুল হক, সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন মোল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামসুর রহমান।

প্রফেসর শামসুল হক বলেন, শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেট বৃদ্ধি করা হলেও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাজেটে বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হয়নি। তিনি দেশে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি করা দরকার বলে মন্তব্য করেন।

মূল প্রবন্ধকার আবদুর রফিক তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার শোচনীয় দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। এসব দেশের কাছাকাছি যেতে হলে আমাদের পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমপক্ষে চার-পাঁচ গুণ বাড়াতে হবে।

শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম বলেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পরিধি শুধুমাত্র জেলা শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রামপর্যায়ে স্থাপন করা দরকার। তিনি বলেন, উন্নত দেশে ২৫ থেকে ৫০ ভাগ অর্থ শিক্ষা গবেষণা খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এই খাতে ব্যয় হয় ১০ ভাগেরও কম। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষার খাতে সবচেয়ে কম।